১৬ ডিসেম্বর, ২০১০ পরিবেশ ভবনের সামনে পরিবেশ দূষণ রোধের দাবীতে ধর্ণায় সামিল হন।

আবেদন

.....

.....

.....

.....

প্রিয় বন্ধু,

১৬ ডিসেম্বর ২০০৯। নাগরিক মঞ্চসহ একাধিক পরিবেশ সামাজিক ও বিজ্ঞান সংস্থা উপস্থিত হয়েছিল রাজ্য পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ দপ্তরের সামনে। চলেছিল সারাদিন বিক্ষোভ, ধর্ণা। দাবী ছিল—পরিবেশ আইন মেনে পরিবেশ দপ্তর চালাও নয়তো পরিবেশ দপ্তর বন্ধ কর। বর্তমান প্রযুক্তিতে চলা রাজ্যের সমস্ত স্পঞ্জ আয়রণ কারখানা বন্ধ করতে হবে। সেদিন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে পর্ষদ চেয়ারম্যান এবং আধিকারিকদের এক আলোচনাও হয়। আলোচনার শেষে ধর্ণা মঞ্চে পর্ষদ চেয়ারম্যানের পক্ষে কয়েকজন আধিকারিক উপস্থিত হয়ে দূষণ প্রতিরোধে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন। তাতে দূষণ কতটা কমেছে আমাদের জানা নেই, কিন্তু ঝাড়গ্রাম দূষণ বিরোধী আন্দোলনের নেতা উপাংশু মাহাতো ও হেমন্ত মাহাতোকে মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ আনা হয়।

এরপর রাজ্য পরিবেশ দূষণ পর্ষদের দায়িত্বের রদবদল ঘটে। চেয়ারম্যান সহ একাধিক আধিকারিক পাল্টে যায়। ৭ই এপ্রিল, ২০১০ বর্তমান চেয়ারম্যান নাগরিক মঞ্চের প্রতিনিধিদের আলোচনায় ডাকেন। সেখানে পাঁচটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তগুলো হলো:

- পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূমের স্পঞ্জ আয়রণ কারখানা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ জল পরিষদ (Ground Water Board) থেকে জল বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করবে;
- যথেচ্ছভাবে ভূ-গর্ভস্থ জল তোলা বন্ধ করার জন্য জেলা কতৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হবে;
- স্পঞ্জ আয়রণ কারখানাগুলির কাঁচামাল সংগ্রহের উপযুক্ত লাইসেন্স আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হবে।
- আইনভঙ্গকারী স্পঞ্জ আয়রণ কারখানাগুলির বিরুদ্ধে পর্ষদ যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।

এরপর পর্ষদের কাছ থেকে কোন সদুত্তর আমরা আজও পাইনি। জেনেছি পর্ষদ অনুমতি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় জানতে চেয়ে নোটিশ দেয় স্পঞ্জ আয়রণ কারখানাগুলিকে। ৪০টির মতো সংস্থা 'কাগজপত্র' জমা দিয়েছে পর্ষদের অফিসে। তার ভিত্তিতে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের আইনি সুযোগ আছে পর্ষদের। আজও কোন ব্যবস্থা নেয় নি পর্ষদ। পর্ষদের বিশেষজ্ঞ দল ১৫টি সংস্থা ভয়াবহ দূষণ সৃষ্টি করছে জানিয়ে রিপোর্ট দেয়—যারমধ্যে বাঁকুড়ার কনকাস্ট (Concust) আয়রণ সংস্থা রয়েছে। শাসকদলের রাজনৈতিক চাপ ও মহাকরণের নির্দেশে সেই আদেশ কার্যকর করা যায় নি।

অন্যদিকে শাসকদল ও মহাকরণের নির্দেশে মেদিনীপুরের পুলিশ প্রশাসন ১৭ই আগস্ট ২০১০ বিকেলে নাগরিক মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক নব দত্ত সহ তিন সদস্য বন্ধুকে বেলদা থেকে গ্রেপ্তার করে। তাদের নিয়ে যাওয়া হয় খড়গপুর-সাদাতপুর তদন্ত কেন্দ্রে। সেখানে কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পর নব দত্ত ছাড়া বাকি সবাইকে পি. আর. বন্ডে ছেড়ে দেওয়া হয়। গ্রেপ্তার করা হয় নব দত্তকে।

নব দত্তের গ্রেপ্তার আমাদের এক নতুন অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়। সেদিন নব দত্তের গ্রেপ্তার সংবাদমাধ্যম দ্রুততার সাথে প্রচার করে। সামাজিক পরিমণ্ডলে অভূতপূর্ব এক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করি। সংবাদ মাধ্যমের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া, উদ্বেগ, হস্তক্ষেপে পুলিশ প্রশাসন বাধ্য হয়ে পরের দিনই নব দত্তকে জামিনে মুক্তি দেয়। যদিও নব দত্তকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সহ ১৮টি জামিন অযোগ্য মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। মামলা চলছে।

আমরা মনে করি ১৮ই আগস্ট, ২০১০ নব দত্তের জামিনে মুক্তি, পরিবেশ আন্দোলনের কর্মী সহ সামাজিক সব ধরনের আন্দোলনের কর্মীদের এক নৈতিক জয়।

আসলে পরিবেশ কর্মীদের গণতান্ত্রিক পথে চলা পরিবেশ আন্দোলনকে হিমঘরে পাঠাতে চেয়েছিল রাজ্য সরকার, পর্ষদ ও স্পঞ্জ আয়রণের মালিকদের আঁতাত। স্পঞ্জ আয়রণ কারখানার মালিক, প্রশাসন ও পর্ষদ আঁচ করতে পারেনি যে এদের গ্রেপ্তারে এত ব্যাপক সামাজিক চাপ সৃষ্টি হতে পারে।

বলে রাখা দরকার নব দত্তের বিরুদ্ধে অন্যতম আর একটি অভিযোগ—১৬ই ডিসেম্বর ২০০৯ পর্ষদ অফিসের সামনে ধর্ণায় নব দত্ত জিতুশোলের স্পঞ্জ আয়রণ কারখানায় অগ্নিসংযোগ ও কারখানা ভাঙ্গার চক্রান্তের ছক কষেছিল। মামলায় এই ঘটনার উল্লেখ আছে।

আমাদের অদ্ভুত লাগে যে ধর্ণা মঞ্চে সরকারি আধিকারিকরা উপস্থিত থেকে স্পঞ্জ আয়রণ কারখানার দূষণ নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান তখন সেই ধর্ণা মঞ্চ কীভাবে চক্রান্তের প্রেক্ষাপট হয়। তাহলে তো একইভাবে সেইসব সরকারি আধিকারিক/পর্ষদ অভিযুক্ত হবার কথা। সেই অভিযোগ খন্ডনের দায় তো পর্ষদের ওপরও বর্তায়।

এই বিস্তৃত প্রেক্ষাপটের উপর দাঁড়িয়ে ১৬ই ডিসেম্বর পরিবেশ আন্দোলনের একটি তাৎপর্য দিন। তাই আমরা এই দিনটিকে বিশেষ করে স্পঞ্জ আয়রণ দূষণ বিরোধী দিন বলে তুলে ধরতে চাই। আমাদের দাবী—

- স্পঞ্জ আয়রণ দুষণ বন্ধ করো। পরিবেশ আইন কার্যকর করো।
- ভূগর্ভস্থ জল সংরক্ষণে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে দূষণে সহযোগিতা বন্ধ করতে হবে।
- স্পঞ্জ আয়রণ দূষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী পরিবেশ কর্মীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া মিথ্যা মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

১৬ই ডিসেম্বর ২০১০ রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সামনে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টা এক অবস্থান/ধর্ণার কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। ঐদিন পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ আন্দোলন, মানবাধিকার আন্দোলন ও সামাজিক আন্দোলনের কর্মী, সংগঠকরা উপস্থিত থাকবেন। বন্ধু আপনিও আসুন। পরিবেশ দূষণরোধ প্রতিবাদে ধর্ণায় সামিল হন।

১৬ই ডিসেম্বর, ২০১০ অবস্থান-ধর্ণা
দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে
স্থান ঃ পরিবেশ ভবন
ই. এম. বাইপাস-বেলেঘাটা সংযোগস্থল

ধন্যবাদ সহ

শশাঙ্ক দেব
দিশা

পবন মুখোপাধ্যায়
নাগরিক মঞ্চ

ডাঃ দেবপ্রিয় মল্লিক
জনস্বাস্থ্য স্বাধিকার মঞ্চ

বাসুদেব ঘটক
বিসংবাদ

পরিবেশ দূষণ
প্রতিরোধ কমিটি
(ঝাড়গ্রাম)